127499 - যে ব্যক্তি জেদ্দাতে থাকে হজ্জের জন্য মক্কা থেকে ইহরাম বেঁধেছে

প্রশ্ন

প্রশ্ন: আমি জেদ্দাতে থাকি। গতবছর আমি ও আমার স্ত্রী ফরজ হজ্জ আদায় করেছি। হজ্জ করার আটদিন আগে আমরা উমরা আদায় করেছি। আমরা নিজেদের ঘর থেকে ইহরাম না বেঁধে আয়েশা মসজিদ থেকে ইহরাম বেঁধেছি। এটি কি ঠিক হল? আমাদেরকে কি ফিদিয়া দিতে হবে? ফিদিয়া দেয়ার পদ্ধতি কি? ফিদিয়া কার মধ্যে বণ্টন করতে হবে?

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।.

আলহামদুলিল্লাহ।

জেদ্দাবাসী যদি জেদ্দা থেকে হজ্জ বা উমরার নিয়ত করেন তাহলে তাদেরকে সেখান থেকেই ইহরাম বাঁধতে হবে। কারণ জেদ্দা মীকাতের ভেতরের স্থান। জেদ্দাবাসীর হুকুম হচ্ছে মীকাতের ভেতরে মক্কার আশপাশে অবস্থানকারীদের হুকুম। তারা যেখান থেকে নিয়ত করবে সেখান থেকে তাদেরকে ইহরাম বাঁধতে হবে।

এর দলিল হচ্ছে বুখারি (১৫২৬) ও মুসলিম (১১৮১) কর্তৃক ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত হাদিস- "রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মীকাতগুলো নির্ধারণ করে দিয়েছেন। মদিনার অধিবাসীদের জন্য- যুল হুলাইফা; সিরিয়ার অধিবাসীদের জন্য- জুহফা; নজদ এর অধিবাসীদের জন্য- ক্বারনুল মানাযিল; ইয়েমেনের অধিবাসীদের জন্য- ইয়ালামলাম। এ মীকাতগুলো তাদের জন্য যারা এ স্থানগুলোতে বসবাস করে কিংবা এ স্থানগুলো যাদের পথে পড়ে; সে সব ব্যক্তিদের জন্য যারা হজ্জ ও উমরা আদায়ের নিয়তে বেরিয়েছে। আর যে ব্যক্তি এ মীকাতগুলোর ভেতরে অবস্থান করে সে তার পরিবার থেকে ইহরাম বাঁধবে। অনুরূপভাবে মক্কাবাসী মক্কা থেকে ইহরাম বাঁধবে।

শাইখ বিন বায বলেন:

উমরা আদায়কারী মক্কায় আসার পথে যে মীকাত দিয়ে পথ অতিক্রম করবে সে মীকাত থেকে ইহরাম বাঁধবে; যদি সে মীকাতের বাহিরে বসবাসকারী হয়।

আর যদি মীকাতের ভেতরে বসবাসকারী হয়; যেমন জেদ্দা, উম্মুস সালম, বাহরা, লাযমি, শারায়হে ইত্যাদি এলাকার অধিবাসী তারা যেখান থেকে হজ্জ কিংবা উমরার নিয়ত করছে সেখান ইহরাম বাঁধবে। সমাপ্ত[ইসলামী ফতোয়া (২/৬৯০)]

শাইখ উছাইমীন (রহঃ) বলনে:

যে জদ্দোবাসী উমরা করার নয়িত করছে তার উপর জদ্দো থকেে ইহরাম বাঁধা ওয়াজবি; জদ্দো যনে অতক্রিম না হয়। সমাপ্ত [লকিাউল বাব আল-মাফতুহ (২৪/১২১)]

পূর্বোক্ত আলোচনার ভত্তিতিে বলব:

আপনি আয়শো মসজদি থকেে যে ইহরাম করছেনে সটো যদি হজ্জরে আগে যে উমরা করছেনে সে উমরার ইহরাম হয়ে থাকে তাহলে আপনারা ইহরাম করার নর্িধারতি স্থান তথা মীকাত অতক্রিম করে ইহরাম করছেনে। যহেতেু আপনাদরে অবস্থানস্থল হচ্ছ- জদ্দো; সটোই আপনাদরে মীকাত।

সতকর্তামূলক আপনাদরে করণীয় হব: প্রত্যকেরে পক্ষ থকেে একটি ছাগল জবাই করা। মক্কাতে জবাই করে এর গোশত মক্কার গরীবদরে মধ্যে বতিরণ করে দতিে হব; এ গোশত নজিরো খাওয়া যাবে না।

ইবনে উছাইমীন বলনে:

কউে যদি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কর্তৃক নর্িধারতি মীকাত থকেে ইহরাম না বাঁধে তদুপরি তার ইহরাম সহহি হব; তার হজ্জ-উমরাও সহহি হব। তবে আলমেগণ বলনে: মীকাত থকেে ইহরাম বাঁধা হজ্জ কংিবা উমরার একটি ওয়াজবি আমল। আর কউে যদি হজ্জ কংিবা উমরার কোন একটি ওয়াজবি বর্জন করে তাকে ফদিয়িা দতিে হব। এই আমলরে ঘাটতি পূরণ করার জন্য তাকে ফদিয়িা দতিে হব। এই ফদিয়িা (পশু) মক্কাতে জবাই করে এর গোশত মক্কার গরীবদরে মধ্যে বণ্টন করে দতি; এর গোশত খাওয়া যাবে না। এরপর আলমেগণ আরও বলনে: যদি কউে সক্ষম না হয় তাহলে সে দশদনি রোজা রাখব। আর কোন কোন আলমে বলনে: তাকে কোন কছিু করতে হবে না। সঠকি মতানুযায়ী যদি ফদিয়িা দতিে না পারে তাহলে তাকে কছিু করতে হবে না। কারণ এমন কোন সহহি দললি নইে য, কউে যদি কোন ওয়াজবি বর্জন করে ফদিয়িা দতিে অক্ষম হয় তাকে দশদনি রোজা রাখতে হব।[লকিাউল বাব আল-মাফতুহ (১৪/১৭৫)]

আর আপনারা আয়শো মসজদি থকেে যে ইহরাম বঁধেছেনে সটো যদি উমরা আদায় করার পর আপনাদরে হজ্জরে ইহরাম হয়ে থাকে এবং আপনাদরে উমরার ইহরাম জদ্দো থকেে বাঁধা হয়ে থাকে তাহলে আপনাদরেকে কোন কছিু করতে হবে না। যদওি আপনাদরে উপর ওয়াজবি হচ্ছে মক্কাতে যখোনে অথবা অন্য যে স্থানে আপনারা উঠছেনে সখোন থকেে ইহরাম বাঁধা; আয়শো মসজদি কংিবা হারামরে বাইররে অন্য কোন স্থানে যাওয়ার কোন প্রয়োজন নইে।